পাক্ষিক সংবাদপত্র

জিরো পয়েন্ট

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক : সেখ আনসার আলি | বর্ষ- ৩৭ • সংখ্যা-১৮ • ৫ মে ২০২৫ | সম্পাদক : আনোয়ার আলি আনসারী

Reg. No. 63653/88 Govt of India (Memo No. 1021(5)/JM Dated 9/7/2019). EDITOR : ANOWAR ALI ANSARI

স্বপ্নের উড়ান.....
মেঘলীনা বুটিক
উৎসব পার্বণে নিজেকে সাজান
আধুনিক ও পরম্পরাগত
ফ্যাশানের বিপুল সম্ভার
ডায়রেক্ট ফ্যাক্টারি সেল
Arpita Kundu Chatterjee
ফেসবুক লাইভ দেখুন
অর্ডার করুন-কুরিয়ারে ডেলিভারী
মোবাইল ঃ 7699856616

ফ্রিডম অফ প্রেস এবং ভারতের অবস্থান

জ্যোতি প্রকাশ মুখার্জ্জীঃ শুধু এই দেশে নয় পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে একদল সাহসী সাংবাদিকের কলমে বারবার ফুটে উঠেছে প্রকৃত চিত্র। তাদের মিলিত গর্জনে কেঁপে ওঠে শাসকের পায়ের তলার মাটি। মত প্রকাশের স্বাধীন অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হলেও সংবাদ মাধ্যম ও তার সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের উপর প্রায়শই নেমে আসে নির্মম আঘাত। পরিস্থিতি উপলব্ধি করে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার গুরুত্ব সম্পর্কে সরকার সহ সাধারণ মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতিসংঘ ১৯৯৩ সালে তাদের সাধারণ সভায় ৩ মে দিনটি 'বিশ্ব প্রেস স্বাধীনতা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে। তারপর প্রতিবছর একটি স্লোগানকে সামনে রেখে দিনটি, একদিনের জন্য হলেও' যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে পালন করা হয়। বিশ্ব প্রেস স্বাধীনতা দিবসের ২০২৫ সালের স্লোগান হলো - 'সাহসী নতুন বিশ্বে রিপোর্টিং - প্রেস স্বাধীনতা এবং গণমাধ্যমের উপর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রভাব'।

ভারতীয় গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হলো সংবাদ মাধ্যম, সংবিধানের প্রকৃত 'চৌকিদার'। যেখানে বিরোধীরা প্রশ্ন তুলতে ভয় পায়, সেখানেই গর্জে ওঠে সাংবাদিকদের কলম। ফুটে ওঠে দুর্নীতির কাহিনী, মানুষের দুর্দশার করুণ চিত্র। সাধারণ মানুষ সংবাদ মাধ্যমের উপর ভরসা রাখে। নিজেদের বক্তব্য সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য সংবাদ মাধ্যমের উপর নির্ভর করে। অনেক ঘটনা সরকার চেপে দেওয়ার চেষ্টা করলেও সাংবাদিকদের জন্যেই সব সময় তাদের এই প্রচেষ্টা সফল হয়না।

আন্তর্জাতিক সংস্থা 'রিপোর্টার্স উইথআউট বর্ডার্স' এর 'সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সূচক' -এর শেষ রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে বিশ্বের ১৮০ টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ১৬১ নম্বরে। রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকেই ভারতে সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা এবং সাংবাদিকদের নিরাপত্তা প্রশ্নের মুখে পড়েছে। এটা বড় লজ্জার!

বিরোধীদের বক্তব্য বিজেপির ঘৃণার রাজনীতি সংবাদ মাধ্যম তথা সাংবাদিকদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করছে। সরকারের সমালোচনা করলেই সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকদের গায়ে সেঁটে দেওয়া হচ্ছে দেশদ্রোহীর তকমা অথবা বিভিন্ন কেন্দ্রীয় এজেন্সি দিয়ে মিডিয়া হাউসকে নাস্তানাবুদ করার চেষ্টা হচ্ছে।

তবে সাংবাদিক নিগ্রহের ক্ষেত্রে শাসক ও বিরোধী উভয় দলের মধ্যে একটা অলিখিত মিল দেখা যায়। প্রতিটি রাজ্যের দিকে নজর দিলে দেখা যাবে শাসক দলের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছেনা সাংবাদিকরা, তাদের উপর আক্রমণ নেমে আসছে। তারপরও নির্লজ্জের মত একে অপরের সমালোচনা করে যাচ্ছে। এমন ভাব দেখাচ্ছে নিজ নিজ শাসিত রাজ্যে সাংবাদিকরা নির্ভয়ে কাজ করে যাচ্ছে। তাই নাকি!

আসলে দেশের কোনো রাজনৈতিক দল কখনোই নিজেদের বিরুদ্ধে কোনো অস্বস্তিকর প্রশ্ন পচ্ছন্দ করেনা। তারা চায়না তাদের দিকে কেউ অভিযোগের আঙুল তুলুক। অথচ নানান চাপ সহ্য করেও একদল সাহসী সাংবাদিক সেই কাজটাই করে। সত্যটা জনগণের সামনে আনে। এটা কী সহ্য করা যায়!

বিজেপির নেতাদের যদি প্রশ্ন করা হয় - ভয় না থাকলে তাদের ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী সম্পর্কে ওঠা অভিযোগ নিয়ে জেপিসি করতে সমস্যা কোথায়? কোন আশঙ্কায় দেশের প্রধানমন্ত্রী সাংবাদিকদের মুখোমুখি হতে ভয় পান? বামেদের যদি প্রশ্ন করা হয় সিঙ্গুর নিয়ে টাটার সঙ্গে চুক্তি কেন সামনে আনা হলোনা? এতো কোনো বিদেশী সংস্থার সঙ্গে চুক্তি নয়? তৃণমূলকে যদি প্রশ্ন করা হয় - জোর গলায় বলুন দলের কোনো নেতা দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত নয়? এসব প্রশ্ন করলেই রেগে যাবে।

কংগ্রেসকে যদি প্রশ্ন করা হয়, জরুরি অবস্থার সময় কেন একাধিক প্রথম সারির সাংবাদিককে জেলে বন্দী করা হয়েছিল? কি ছিল তাদের অপরাধ? এরপরও কংগ্রেস কি করে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব হচ্ছে বলে মোদী সরকারের দিকে আঙুল তোলে? বাম আমলে 'না পড়লে পেছিয়ে পড়তে হয়' দৈনিক পত্রিকাটি দীর্ঘদিন ধরে কেন বন্ধ করে রাখা **(চার পাতায় দেখুন)**

রাষ্ট্রীয় সংকটে সুনাগরিকের কর্তব্য

মানস রায়ঃ পূর্ব রাষ্ট্রীয় সংকট—যেমন যুদ্ধ, মহামারী, দুর্ভিক্ষ বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ—একটি জাতির সহনশীলতা, ঐক্য এবং মানবিক মূল্যবোধের কঠিন পরীক্ষা। এসব সময়ে নাগরিক হিসেবে আমাদের ভূমিকা শুধু দর্শকের নয়, বরং সক্রিয় অংশগ্রহণকারীর। এক জন সুনাগরিকের পরিচয় তখনই প্রকট হয়ে ওঠে, যখন সে জাতীয় বিপদের মুখে নিজের স্বার্থের বাইরে গিয়ে দেশ ও সমাজের পাশে দাঁড়ায়।

প্রথমত, আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা একটি সুনাগরিকের মৌলিক দায়িত্ব। সংকটকালে সরকার সাধারণত কিছু বিশেষ নিয়ম-কানুন চালু করে, যাতে জনজীবন নিয়ন্ত্রিত থাকে এবং ক্ষয়ক্ষতি কমানো যায়। এই আইনগুলো না মানা মানে শুধু নিজের নয়, বরং গোটা সমাজের নিরাপত্তা বিপন্ন করা।

দ্বিতীয়ত, গুজব বা ভুয়া তথ্য ছড়ানো থেকে বিরত থাকা এখনকার ডিজিটাল যুগে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভুয়া খবর ভাইরাল হতে সময় লাগে না, যা জনমনে ভীতি ছড়ায় এবং প্রশাসনের কাজে বাধা দেয়। একজন সচেতন নাগরিক সবসময় তথ্য যাচাই করে তবেই শেয়ার করে।

তৃতীয়ত, মানবিক সহানুভূতি ও সাহায্যের মনোভাব সংকট মোকাবিলায় বড় অস্ত্র। যার যা আছে—খাবার, কাপড়, ওষুধ, অর্থ বা সময়—তা দিয়ে আশেপাশের মানুষকে সাহায্য করলেই গড়ে ওঠে একটা সহনশীল সমাজ। সুনাগরিক মানেই কেবল নিজের পরিবার বা পাড়ার প্রতি নয়, পুরো জাতির প্রতি দায়বদ্ধ।

চতুর্থত, সংকটের সময় কর প্রদান এবং স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রমে অংশ নেওয়া একদিকে **(তৃতীয় পাতায় দেখুন)**

মাধ্যমিকে জেলায় প্রথম মাতৃহারা অভাবী মুহাম্মদ সেলিম

জাহির আব্বাসঃ রাজ্যে যখন সরকারি স্কুল নিয়ে চলছে নানা আলোচনা। বিশেষ করে শিক্ষকের অভাব প্রকট। অনেক মেধাবী ছেলের অভিভাবকের সরকারি স্কুলের প্রতি অনীহা। ঠিক তখনই পূর্ব-বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানার প্রত্যন্ত অঞ্চলের নিরোল হাই স্কুলের ছাত্র মুহাম্মদ সেলিম তার রেজাল্ট দিয়ে সরকারি স্কুলের প্রতি আস্থা যেন বাড়িয়ে দিল। প্রমাণ করে দিল, চেষ্টা ও ইচ্ছা শক্তিই শেষ কথা। তার প্রাপ্ত নম্বর: বাংলায় ১০০, ইংরেজিতে ৯৫, গণিতে ১০০, ভৌতবিজ্ঞানে ১০০, জীবন বিজ্ঞানে ৯৯, ইতিহাসে ৯৮, ভূগোলে ১০০ এবং সর্বমোট ৬৯২। সে জানিয়েছে তার স্কুলের স্যারেরা তাকে এভাবে সহযোগিতা না করলে তার এই অভাবনীয় রেজাল্ট কখনই সম্ভব হত না। সে জানায়," স্কুলের স্যারেরা কখনো ক্লাসের ফাঁকে কিংবা কখনো টিফিন চলাকালীন নানা বিষয়ের সমস্যার সমাধান করে দিতেন। আমি স্যারদের অবদান ভুলতে পারবো না। কৃতজ্ঞতা জানাই।" চতুর্থ শ্রেণীতে পড়াকালীন মাকে হারায় সেলিম । জীবনে নেমে আসে কালো আঁধার। চলে আসে মামার বাড়ি সিরুন্ডি গ্রামে। মাতৃহারা সেলিম তার মামা মুহম্মদ ফজলে করীমের অবদানের কথা জানায়। জানা গেছে, ক্লাস নাইন পর্যন্ত তার কোনো টিউশন ছিল না। মামা পেশায় একজন সামান্য টিউটর। তিনি তাকে দারুণ ভাবে গাইড করতেন। **(তৃতীয় পাতায় দেখুন)**

ভারতীয় সেনায় যোগদানের স্বপ্ন মেমারির অরিন্দম টুডুর

অতনু ঘোষঃ সদ্য প্রকাশিত হয়েছে মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল, ফল প্রকাশের পর দেখা গেল জেলার জয়জয়কার, সেরা ১০ এর তালিকায় স্থান পেয়েছে বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা, আগামী দিনে কেউ হতে চায় ডাক্তার,কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউবা শিক্ষক, কিন্তু এখন আপনাদের সামনে যার কথা তুলে ধরব সে হয়তো সেরা দশের তালিকায় স্থান পায়নি, এবং সে কিন্তু ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বা শিক্ষক কিছুই হতে চাই না , ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার স্বপ্নই এখন তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে পূর্ব বর্ধমানের মেমারির দেবীপুরের মোবারকপুর শিয়ালডাঙ্গা আদিবাসী পাড়ার সদ্য মাধ্যমিক উত্তীর্ণ, আর্থিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া আদিবাসী পরিবারের ছাত্র অরিন্দম টুডু, পরিবারে আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ। একেবারে আনা,দিন খাওয়া পরিবার। বাবা তপন টুডু ও মা মনিকা টুডু দুজনেই অপরের জমিতে কাজ করে সংসার চালান, এক কথায় ক্ষেতমজুর। অরিন্দম টুডু তপন টুডুর ছোট ছেলে। বড় ছেলে কর্মসূত্রে ভিন রাজ্যে থাকে। পড়াশোনার ফাঁকে বাবা মা কে মাঠের কাজে সাহায্য করে অরিন্দম টুডু, বাবা মাকে সাহায্য করতে করতেই এই বয়সেই শিখে যায় মাঠের সকল কাজ। অরিন্দম টুডু দেবীপুর স্টেশন হাই স্কুলের পড়াশোনা করে। তার মাধ্যমিকে প্রাপ্ত নাম্বার ৪৬৬। এর থেকেও আরো ভালো আশা করেছিল সে। কিন্তু হতাশা নয়! এই নাম্বারেই সে যথেষ্টই খুশি, তার এই সাফল্যের পেছনে তার বিদ্যালয়ের শিক্ষক দের ভূমিকাকেই এগিয়ে রাখছে সে।তার বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা তাকে সব সময়,সব রকম ভাবে সাহায্য করতেন বলে সেদিন জানায় অরিন্দম টুডু। আদিবাসী পাড়ায় টালির চালের দু কামরা ঘরে বাস করে ছেলে আর্মি হওয়ার স্বপ্ন দেখছে, ছেলের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে একমাত্র পুঁজি গতর অর্থাৎ শরীর। খেতমজুরের কাজ করে কি করে ছেলের স্বপ্নকে সফল করবে সে সে চিন্তা তো রয়িইছে বাবা তপন টুডু ও মা মনিকা টুডুর। কিন্তু এখন ছেলের এই সাফল্যে অত্যন্ত খুশি তারা। বাবা তপন টুডু ক্লাস ফোর পর্যন্ত পড়েছেন। পরিবারে কেউ এই প্রথম মাধ্যমিকের গণ্ডি পেরোলো। তাই অফুরন্ত আনন্দের বাতাবরণ এখন তাদের এই মাটির দু কামরা টালির চালের ঘরে এবং গোটা পাড়া জুড়ে।

অরিন্দম টুডু প্রথম থেকেই মেধাবী ছাত্র ছিল। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত খুবই ভালো রেজাল্ট করেছে সে। পরিবারে আর্থিক অনটন না থাকলে হয়তো মাধ্যমিকে আরো ভালো ফল করতো অরিন্দম। ভবিষ্যতে অরিন্দমের আর্মি হওয়ার স্বপ্ন যেন সত্যি হয় এই কামনাই করলেন দেবীপুর স্টেশন হাই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক আকবর হোসেন।

এবার আপনার শহর মেমারি, দেবীপুর, পান্ডুয়া ও বেলঘড়িয়াতে ইংরাজীতে কথা বলার এক আদর্শ প্রতিষ্ঠান
সাকসেস স্পোকেন ইংলিশ সেন্টার
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্পোকেন ইংলিশের উপর ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষক
জয়ন্ত চ্যাটার্জী
সি টি ভি এন চ্যানেল ও ব্রিটিশ ইনস্টিটিউটের ইংরাজী শিক্ষক
ইংরাজীতে কথা বলার জন্য যোগাযোগ করুন 9239055106

ADMISSION OPEN
KIDZEE MEMARI
WHERE KIDS LOVE TO LEARN
Play Group, Nursery, Jr. K.G., Sr. K.G., Class 1 & 2
CALL 8001568702 8250099571

অনলাইন ও অফলাইনে আবৃত্তি শিখুন
সুরভারতী সঙ্গীত কলাকেন্দ্র অনুমোদিত পরীক্ষা কেন্দ্র
(Regd. No.- S/74127 :: Centre Code: C-23-5631)
আবৃত্তির পাঠশালা
বাচিকশিল্প (আবৃত্তি, সঞ্চালনা, শ্রুতিনাটক) প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও পরীক্ষা গ্রহণ কেন্দ্র
ব্রততী ঘোষ আলি
(বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী ও প্রশিক্ষক)
বামুনপাড়া মোড়, সৎসঙ্গ মন্দিরের কাছে, মেমারি, পূর্ব বর্ধমান
কথা ৭৮৭৮০৩৭৫৩৫

‘সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই’

জিরো পয়েন্ট

বর্ষ- ৩৭ | সংখ্যা- ১৮ | ৫ মে ২০২৫

ফিরে দেখা

“যার নিজের ধর্মে বিশ্বাস আছে,
যে নিজের ধর্মের সত্যকে চিনেছে,
সে কখনো অন্য ধর্মকে ঘৃণা করতে পারে না।”
– কাজী নজরুল ইসলাম

বিলুপ্ত হচ্ছে মানুষের বাচ্চা!!!

বিশ্বব্রহ্মান্ডের স্রষ্টার সর্বশ্রেষ্ঠ জীব মানুষ। আর সেই মানুষের বাচ্চা আজ বিলুপ্তপ্রায় প্রাণী। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো আর মানুষের বাচ্চা খুঁজে পাওয়া যাবে না এই পৃথিবীতে। কী অবাক হচ্ছেন? আসলে অবাক হওয়ারই কথা কারণ বর্তমানে স্মার্টফোনের টাচস্ক্রীন যুগের পর এখন এ.আই.-এর যুগে মানুষ কী আদৌও মানুষ আছে? প্রশ্নটা না হয় একান্ত ব্যক্তিগত মুহূর্তে নিজেকে করে দেখবেন। আমি, আপনি, সে কী আর মানুষের বাচ্চা বলে পরিচয় দিতে পারবো? ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক নেতা ও অসৎ ব্যবসায়ীদের ষড়যন্ত্রে মানুষ তো এখন এক একটা ট্যাগে সোস্যাল প্রোডাক্ট। মানুষ তাঁর মস্তিস্ককে এখন বন্ধক রেখেছে তাঁদের ট্রেন্ডে গা ভাসানোর জন্য। এ যেন একধরনের ভিডিও গেম। বিভিন্ন ইস্যু সোস্যাল প্লাটফর্মে আপলোড, রিলোড করো - নেতা ও ব্যবসায়ীদের স্বার্থপূরণ হয়ে গেলেই গেমওভার করে নিউ সিজন নিয়ে হাজির হও। তাই এখনও সময় আছে ওহে মানুষের বাচ্চা, মানুষ হও, মানবিক হও - না হলে বিলুপ্ত প্রাণী হতে শুধু মাত্র সময়ের অপেক্ষা।

বড় বোন, আসেন ছোট বোনের সাথে দেখা করতেঃ গন্তারে চন্ডী মন্দিরের কাহিনী

সঞ্জয় ব্যানার্জীঃ বছরে একবার পূর্ববর্ধমান জেলার মেমারি১ ব্লকের অন্তর্গত আন্দুর গ্রাম থেকে বড়মা আসেন গন্তারের ছোট বোনের কাছে, যা নিয়ে মূলত আনন্দে মেতে ওঠেন গন্তার সহ আন্দুর গ্রামের পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষ । হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী দেবী সতী - মহাদেব কে তার স্বামী রুপে পেতে কঠোর তপস্যা করেছিলেন, কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়ায় সতীর পিতা। এই কথা শুনে সতী প্রাণ বিসর্জন দেন। সতীর প্রাণ বিসর্জনের কথা শুনে মহাদেব তান্ডব লীলা শুরু করেন। ভগবান বিষ্ণুর তার সুদর্শন চক্র প্রয়োগ করে সতীর দেহকে ৫১ টি ভাগ করে দেয়। ৫১ টি অংশ ভাগ হলেও সতীর কানের কিছুটা অংশ এই গন্তারের পার্শ্ববর্তী মাঠে ভগবতী তলা বলে একটি স্থানে পড়ে। অনেক বছর আগেকার কথা ১৬৫৪ সালে কর্ণাটক থেকে এক ব্রাহ্মণ বাংলায় ভ্রমণ করতে আসেন মহারাজ রঘুনাথ সিংহ দেবের কাছে অতিথি হিসাবে এবং তিনি প্রস্তুতি নেন বাংলার চারদিক ঘুরে দেখবেন, তারপর বেহুলা নদী দিয়ে ভ্রমণে বেরিয়ে জানতে পারেন এই বেহুলা নদীর পার্শ্ববর্তী কান্তার বলে একটি গ্রাম আছে। ব্রাহ্মণ সেই গ্রামে গিয়ে গ্রামবাসীদের কাছে জানতে চাই কানতার নামটি কি থেকে এসেছে, গ্রামবাসীরা বলেন সতীর কানের অংশ এই গ্রামে পড়েছিল, ব্রাহ্মণ সেই কথা মহারাজ রঘুনাথ সিংহদেব কে জানান, কিন্তু তাদের মধ্যে কথোপকথন শুরু হয়, মহারাজ রঘুনাথ সিংহ দেব তিনি বলেন কোন গ্রন্থে বা পঞ্জিকায় এমন ঘটনার কথা উল্লেখ নেই, অবশেষে রাজার স্বপ্নাদেশ জানতে পারেন, গন্তারের পার্শ্ববর্তী ভগবতী তলায় অলৌকিক রুপে বিরাজ করছে মা চন্ডী, অপরূপ ভাবে দর্শন দেয় মা চন্ডী , মা চন্ডী বলেন আমার মন্দিরের প্রতিষ্ঠা কর মানুষের বিশ্বাস আনার জন্য, তারপরই গন্তারে ব্রাহ্মণ ও রাজার রঘুনাথ সিংহদেব মিলে তৈরি করেন বিশাল মন্দির নাম - কান্তার চন্ডী মন্দির। সময়ের সাথে সাথে সেই নাম পরিবর্তন হয়ে নাম হয় গন্তার চন্ডী মন্দির । এই গন্তারের চন্ডী মন্দিরের কিছুটা দূরে আন্দুর গ্রামে অলৌকিক রূপে বিরাজ করছেন গন্তারের মা চন্ডীর বড় বোন - আন্দুরের মা চন্ডী। পাশাপাশি স্থানীয়দের কথা অনুযায়ী জানা যায় এই আন্দুর গ্রামে সতীর আঙ্গুলের একটি অংশ ও সতীর আঁচল পড়েছিল, মূলত বছরে একবার সীতা নবমীতে গন্তারে ছোট বোনের কাছে আসেন আন্দুরের বড় বোন। আন্দুরের বড় বোন যখন গন্তারের ছোট বোনের কাছে আসেন তখন প্রায় মধ্যরাত। খড়ের আগুন জ্বালিয়ে সামান্য আলোতে ফাঁকা মাঠের মধ্য দিয়ে বন জঙ্গলের বাধা পেরিয়ে ভক্তরা নিয়ে আসেন গন্তরের ছোট বোনের কাছে, স্থানীয়দের কথা অনুযায়ী আন্দুর থেকে গন্তারে বড়ো বোন যখন ছোট বোনের কাছে আসে সেই মুহূর্তে বছরের পর বছর ধরে,আজ পর্যন্ত কোন অ্যাম্বুলেন্সে এমার্জেন্সি রোগী কিংবা কোন জরুরী গাড়ি রাস্তায় সামনে পড়েনি। মূলত বড় বোন ছোটো বোনের কাছে আসা কে কেন্দ্র করে গন্তারের চন্ডি মায়ের অনুষ্ঠান ।

সাংবাদিকতায় মোবাইল ব্যবহার নিয়ে দুচার কথা

সেখ নূরুল হুদাঃ (“রিপোর্টার কো ভি মোবাইল এলাও নাহি হ্যায়”)

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়া জাতীয়তাবাদী নেতা, শিক্ষক ও সাংবাদিক মোহিত মৈত্র তাঁর A History of Indian Journalism (National Book Agency ,Kolkata 1969) বইয়ের শুরুতেই আক্ষেপ করে বলেছেন যখন নবাব সিরাজউদদৌলার বাহিনী ও ব্রিটিশ বাহিনী কলকাতার ট্যাঙ্ক স্কোয়ার এ মুখোমুখি ও নবাব কলকাতা দখল করল তখন এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কভার করার জন্য কোন প্রেস করসপনডেন্ট হাজির ছিল না। আর এর একটা অপরিসীম News Value থাকা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের মধ্যে কোন হেলদলছিল না; শুধু তাই নয় কিছুদিনের মধ্যেই ১৭৫৭ সেই ঐতিহাসিক পলাশীর যুদ্ধে কোন সংবাদ প্রতিনিধি ছিল না যারা এই ‘News Brake’ সংগ্রহ করবে ও জনগণকে বলবে এটা কোন যুদ্ধ বা ব্যাটেল ছিল না, এটা ছিল একটা হস্তান্তর (transaction) প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে বাংলার সিংহাসনটিকে এক বিদেশি কোম্পানির কাছে বিক্রি করা হয়। (When armed··· a foreign company) ।

এখন কল্পনা করুন সে সময় যদি লোকেদের হাতে বা ছেলেপিলের হাতে স্মার্টফোন থাকতো? কি হতো তা বুঝতে পারছি সকলে -এই প্রসঙ্গে দু একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।

ঘটনা একঃ

২০০২ সালে তৎকালীন NDA সরকারের আমলে ১৮ই জুলাই এপিজে আবদুল কালাম ভোটে জিতে ক্রমে ‘পিপলস প্রেসিডেন্ট’ এ পরিণত হতে লাগলো- দেশের আপামর ছাত্র-ছাত্রীদেরকে আপন করে । তখন কলেজ ছাত্র হিসাবে আমিও ফ্যান হয়ে গেলাম । ১৫ই আগস্ট বা ২৬ শে জানুয়ারি দেওয়া জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ রেডিও থেকে তখন রেকর্ড করার তাগিদে পিছিয়ে পড়া টেপ রেকর্ডার জোগাড় করলাম। ভালো না হওয়াতে এক বন্ধুর কাছে ওয়াকম্যান নিয়ে পরের বার রেকর্ড করলাম। তাও অস্পষ্ট হওয়াতে বর্ধমানের এক নামকরা ইলেকট্রনিক্স এর দোকানে ভয়েস রেকর্ডার খোঁজ করতে গেলাম; তারা এক ভদ্রলোকের সন্ধান দিলেন যিনি চেন্নাই থেকে ভালো ভয়েস রেকর্ডার আনিয়ে দেন । বাড়ি গিয়ে যোগাযোগ করতে তিনি খুব উৎসাহ দিলেন এবং বললেন পাঁচ হাজার টাকা দিলে চেন্নাই থেকে আনিয়ে দেবেন, পছন্দ না হলে ফেরত দেয়া যাবে। দাম শুনে পিছিয়ে গেলাম। ২০০৩ পেরিয়ে ২০০৪ পড়ে গেল তখন এক বন্ধু বলল অপেক্ষা কর নোকিয়া কোম্পানির এক মোবাইল আসছে, সব কাজ হয়ে যাবে। পরে সত্যি মোবাইল কিনলাম তখন ভিজিএ ক্যামেরার বদলে মেগাপিক্সেল ক্যামেরা, সঙ্গে ভয়েস রেকর্ডার যা দিয়ে আমার কাজ চালানো সুবিধা হল।

ঘটনা দুইঃ

কর্মসূত্রে কান্দি গিয়ে রাঢ় দর্পণে কাজ করার সুবাদে মুর্শিদাবাদ জেলা সাংবাদিক সংঘের প্রেস কার্ড পেয়ে সাংবাদিক হওয়ার ইচ্ছাটা পূরণ হয়েছে। ইতিমধ্যে ১৪ ই জুলাই ২০১৭ জঙ্গিপুরে প্রণব মুখার্জি রাষ্ট্রপতি হিসাবে শেষবার আসছেন জেনে সেখানে উপস্থিত হলাম। সঙ্গেএকটা এন্ড্রয়েড মোবাইল ফোন । সাংবাদিক পরিচয় এ বাড়িতে প্রবেশ করলাম। উনি তখন দিনের কর্মসূচি সেরেনিজে গৃহে ‘জনতার দরবার’ বসিয়েছেন। ছবি তুলতেই নিষেধাজ্ঞা দিলেন এক নিরাপত্তা রক্ষী,বললাম আমি রিপোর্টার। শুনলাম-‘রিপোর্টার কো ভি মোবাইল এলাও নাহি হে,। ‘পরের দিন সকালে “মুর্শিদাবাদ আলোক শিখা” র সম্পাদকের সহকারী হিসাবে ভিডিও ক্যামেরা সহ গেলাম। বাড়ির নিচে তৎকালীন পেট্রোলিয়াম প্রতিমন্ত্রী ধর্মেন্দ্রপ্রধান ও সাংসদ অভিজিৎ মুখার্জিকে সঙ্গে নিয়ে তখন বিপিএল পরিবারের হাতে ‘উজালা প্রকল্পের’ অধীন গ্যাস কানেকশন তুলে দেওয়ার অনুষ্ঠান চলছে। হট্টগোলের মাঝে ভয়েসটা ঠিকঠাক রেকর্ড করার জন্য ক্যামেরা থাকা সত্ত্বেও বাঁ হাতে মোবাইলের ভয়েস রেকর্ডারটি চালু করে রাখলাম। আবারো এক সাংবাদিক সহ নিরাপত্তারক্ষীর নিষেধাজ্ঞা এলো এবং বন্ধ করলাম।

ঘটনা তিনঃ

৯ ই আগস্ট 2017 এক ব্যক্তিগত কাজ সেরে কান্দি ঢোকার মুখে ঘনশ্যামপুর মোড়এ দেখি বেশ কিছু পুলিশ, তাদের সামনেই একদল লোক ঠেলাঠেলি করছে এবং উগ্র মেজাজে রয়েছে। বাইক দাঁড় করিয়ে জানলাম দুই গ্রামের মধ্যে একটা সাম্প্রদায়িক অশান্তির বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। মোবাইল বার করে ছবি তুলতেই একজন বলে উঠলো সাংবাদিক চলে এসেছে। অপর একজন খালি গায়ে রনমূর্তি ধরে চলে এলেন। ছবি তোলা বন্ধ করুন, বলেইএক ঠেলা দিলেন-মোবাইলটা ছিটকে পড়ে গেল ।একজন বললেন দাদা পালান। সেটা তো ঠিক ছিল, পাশে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশ গুলির কোন হেলদোল নেই। একজন নিজেদের মধ্যে বললেন সাংবাদিকই যদি হবে তো মোবাইল, ক্যামেরা কোথায়? ভয়ে চলে এলাম এবং বেঁচে যাওয়া ছবি ও ভিডিও মোবাইল থেকেই এক দৈনিক সংবাদপত্রের সাংবাদিককে মেইল করলাম।

ঘটনা চারঃ

রাহুল দ্রাবিড় ইডেনের সম্ভবত শেষ টেস্ট খেলছে বুঝে (সেটাইশেষছিলো) কলকাতার মাঠে প্রিয় নায়ককে দেখার জন্য খেলা দেখতে আমার পরিবার থেকে তিন চারজন গেলাম। যথেষ্ট লোক হয়েছে, মাঠের বাইরে লম্বা লাইন, প্রচন্ড ভিড় কিন্তু ‘টেস্ট খেলাতে এখন লোক হচ্ছে না’-এই তথ্য দাঁড় করাবার জন্য বাংলার এগিয়ে থাকা এক টিভি চ্যানেলের সাংবাদিক তার ক্যামেরা মাঠের পাশে মোহনবাগান মাঠের দিকে ঘুরিয়ে বক্তব্য রেখে রেকর্ড করলেন। আমরা আশ্চর্য হয়ে গেলাম। মোবাইলে ছবিও তুললাম।

এখন, একুশ শতক হলো বিভিন্ন রকম সোশ্যাল মিডিয়া -, ফেসবুক,হোয়াটসঅ্যাপ ,মেসেঞ্জার, গুগল প্লাস , লিংকড ইন , ইনস্টাগ্রাম ,টেলিগ্রামের যুগ। আমরা যদি একটু পিছন দিক থেকে আলোচনা করি তাহলে দেখব গত শতকের নব্বইয়ের দশক থেকেই মোবাইলের প্রযুক্তিগত একমুখী(convergence) উন্নতি ও মাল্টিমিডিয়া নিউজ রুমের যে চরিত্র পরিবর্তন শুরু করে তা বর্তমানে টাচস্ক্রিনও ইন্টারনেট যুক্ত মোবাইল এসে এটাই যেন মিডিয়ার মধ্যমণি হয়ে উঠেছে। এখন কোন ঘটনা সম্পর্কে আরো তথ্য টিভি বা রেডিও চ্যানেলের থেকে ইন্টারনেটে বেশি রয়েছে, বিভিন্ন লাইব্রেরির এবং আর্কাইভ গুলি মোবাইলের মাধ্যমে ইন্টারনেট এক্সেস এর দ্বারা তথ্য আহরণ করার সহজ হয়েছে। তাই সোশ্যাল মিডিয়া বা মোবাইল ক্ষুদ্র পত্রপত্রিকার সংবাদকেচ্যালেঞ্জের মুখে ফেলার পাশাপাশি সম্প্রচার মাধ্যমের সাংবাদিকতাকে দ্রুত বদলে দিয়েছে।বিভিন্ন সামাজিক বিষয় ও জনমতের উপর কাজ করে চলা আমেরিকার ‘Pew Research Centre ‘এর গবেষকSasseen , OlmsteadএবংMitchell দেখিয়েছেন কিভাবে সাংবাদিকগণকে বর্তমান দর্শক বা মানুষের কাছে পৌঁছাতে গেলে প্রযুক্তিগত কলা কৌশলের সাথে সর্বাধুনিক মোবাইলের উপর ও নির্ভর করতে হচ্ছে। ২০০৭-এর পর তো অ্যাপেল, গুগল, মাইক্রোসফট এর পাশাপাশি স্যামসাং ও এন্ড্রয়েড ব্যবহার করা বিভিন্ন মোবাইল কোম্পানি তো এই শিল্পের চরিত্র বদলে দিয়েছে। টরেন্টোবেস কানাডিয়ান নিউজ এজেন্সি তাদের এক ওয়েবসাইটে খবর সংগৃহীত ও জমা করার জন্য যে মোবাইলে ব্যবহার করেন সেটাই শুরুর দিকবলা যেতে পারে। ২০০৮ এ বেজিং অলিম্পিকএর সম্প্রচারে মোবাইলের যথেচ্ছ ব্যবহার দেখা গেছে। দেখা যাচ্ছে‘ওয়াশিংটন পোস্ট’ এর রিপোর্টার Ed,O’ Keefeতাঁর মোবাইলে হিলারি ক্লিনটন এর ছবি তুলে টিভি সম্প্রচারের ফুটেজ হিসেবে ব্যবহার করছেন। ২০০৮ এর আমেরিকার প্রেসিডেন্টিয়াল নির্বাচনের লাইভ টেলিকাস্ট অনেক সময় মোবাইল বলা ভালো স্মার্টফোনের মাধ্যমেই করা হয়। আর বিবিসির রিপোর্টারদের তো আইফোন ব্যবহার বেড়েই চলেছে। তাহলে যখন ২০০৮ সালেই, ওবামা ,হিলাড়ি ক্লিনটনদের মত ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকারও মোবাইলে নেওয়া হচ্ছে তখন ২০১৭ সালে এসেও ভারতে নিরাপত্তারক্ষীর থেকে শুনতে হচ্ছে রিপোর্টারদেরও মোবাইল, ক্যামেরা হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না।

অবশেষে বলতে পারি ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে মোবাইলই হতে পারে উন্নয়নের হাতিয়ার। স্বচ্ছ, দুর্নীতি মুক্ত সমাজ বা দেশ গড়তে মোবাইল ফোনই হোক হাতিয়ার ।যদি বলেন কেমন করে তাহলে আমাদের ২০০১ এ এম আই টি টেকনোলজি রিভিউ এ হেনরি জারকিনস এর বক্তব্য মনে করা যেতে পারে,” media will be everywhere and we will use all kinds of media in relation to one another.” তাহলে মোবাইল আজ বা মিডিয়া আজ সর্বত্র এবং মোবাইল আজ অমনিপ্রেসেন্ট।

তাই বলতে পারি জনগণের ক্ষমতায়ন হোক মোবাইল (চার পাতায় দেখুন)

ঘরে বসে গ্যাস ওভেনের সমস্ত সার্ভিসিং এর জন্য
সহিদুল ইসলাম
রসুলপুর, মেমারি, পূর্ব বর্ধমান M. 8926355513
এছাড়াও অনলাইন প্যান কার্ডের কাজ করা হয়

মানুষ হিসাবে এই পৃথিবীর প্রতি আপনার একটি দায়িত্ব আছে, সেই দায়িত্ব পূরণ করলেই স্বর্গরাজ্যে পরিণত হবে আমাদের পৃথিবী।

কবিতাগুচ্ছ

সিন্দুরের প্রতিশোধ

সুনয় কুমার পাল

দুই সপ্তাহে বদলা নিয়েছে
অগ্নি কন্যাদের দিয়ে,
বিশ্ববাসী চমকে উঠেছে
পাকিস্তানেই গিয়ে।
ভারতীয় সেনা বীর যোদ্ধা
কাপুরুষ নয় , শৌর্য বীর্যে ভরা
ধর্ম দেখে প্রাণ নিয়েছিলি
কাপুরুষ পাকিস্তানী তোরা।
যোগ্য জবাব, যোগ্য প্রতিঘাত
ভারত মাতার বীর সেনা,
দেশপ্রেমিক সৈনিক মোদের
সকল বিশ্ববাসীর ছিল তা জানা।
ছাব্বিশ বোনের সিন্দুর মুছালি
মাংস খেকো নর দানবের দল,
সোফিয়া কুরেশি মুসলিম নারী
দিল তার ফলাফল ।
পরদেশের পা চাটা গোলাম
ভিক্ষা বৃত্তি তোদের পেশা,
ভারতের সাথে লড়তে এসে
দেখলি তোদের কি দুর্দশা !! •

যুদ্ধের সাইরেন

মিরাজুল সেখ

কি জানি কি হচ্ছে দেশে
কি জানি কি হবে ,
ক্ষুধার পেটে তপ্ত আগুন
জ্বলবে অনুভবে ।
সাইরেনেতে উঠবে বেজে
মাঠ ঘাট সারা প্রান্তর ,
আঁধার ঘরে ছিটকিনি তে
জ্বলে ক্ষুধায় অন্তর ।
রঙ লাগিয়ে রঙের খেলায়
মত্ত যাদের বায়না,
দেখছি চেয়ে চোখের সামনে
হাসছে কত হায়না ।
শ্রমিক যারা মজুর যারা
কাজের নিরুদ্দেশে ,
সাইরেনের ওই কালো দাগে
আবার যাবে ভেসে। •

আর একটা দেশ

তীর্থঙ্কর সুমিত

এই তো কিছুদিন আগে
তোমার কথায় একটা পাহাড়
এঁকেছিলাম
একটা নদী
আর একটা...
সমুদ্র।
বদলে যাওয়া মানচিত্রে
একটু রঙ ছিটিয়ে
একটা তুমি গড়েছিলাম।
এখন মানচিত্র জুড়ে
শুধুই বালিয়াড়ি ___
নদী - পাহাড় - সমুদ্র
গাঢ় রঙে রাঙায়িত হয়ে
আর একটা দেশ হতে চায়।। •

শব্দ-ই ব্রহ্ম।
আপনার ব্যবহৃত শব্দই আপনার পরিচয়।

শাশ্বত রবি

পার্থ দেবনাথ

তোমার সৃষ্টিই মোদের রবি,
রইবে আবহমান
তোমার কীর্তি মোদের গরব দীপ্ত রবে আয়ুষ্মান।
সব কৈশোর, সব যৌবন, সব ঝরা বসন্তে-
অস্তাচলে যাবে না কভু রবীন্দ্র ভাবনা দিনান্তে।
শৈশব আদরিত, কৈশোর মুখরিত, যৌবন উদ্বেলিত
দীপ্ত রবির সাহিত্য সংস্কৃতির অঙ্গনে,
তুমি নিজেই প্রতিষ্ঠান বিশ্বজুড়ে সৃষ্ট হয়েছো কর্মগুনে।
ঠাকুর হয়ে প্রান প্রতিষ্ঠিত হয়েছো মন দেবালয়ে,
তুমি ধর্ম, তুমি আচার, মানি না কোন মিথ্যাচারে।
আজও তোমার সাধু নরোত্তম,
গোরা প্রাসঙ্গিক সমাজ শুদ্ধাচারে। •

অস্তিত্ব

শিলাবৃষ্টি

আমার মনের এক কোণে সে আছে
কবে থেকে মনে নেই একটুও,
আরও কতদিন থাকবে সে,
তাও জানিনা !
তবু বুঝতে পারি সে আছে -
কামনা করি সে থাকবে,
আমার জীবনের শেষ দিন ⋯
তখনও সে থাকবে।
খুব ছোট্ট সে, কিন্তু খুব সুন্দর।
জানা নেই তার নাম ধাম ;
নাম একটা আমিই দিয়েছি - "সুন্দর"।
'সুন্দর' কখনো কারো ক্ষতি করে না -
যা কিছু খারাপ , তা অসুন্দর-ই করে।
তাই সে শুধুই সুন্দর।
শত ব্যস্ততার মাঝে বুঝতে পারিনা
তার উপস্থিতি।
দিনের শেষে, যখন ধরা ঘুমের দেশে
যখন আমি খোলা ছাদে চাঁদ ও তারার গল্প শুনি,
তখনই বুঝি টের পাই তার - 'অস্তিত্ব'।
চুপি চুপি টোকা দেয় সে আমার মনের সেই ছোট্ট
জানালাতে।
মনের দরজা খুলে দিই শুধু তার জন্য
শুধু তারই জন্য ;
আর তখনই পাই, তার অস্তিত্বের সাড়া।
মনের দরজা খুলি আমি,
স্মৃতির জানলা খোলে সে -
জীবনের সব সুখ এনে দেয়,
তাই থাকনা সে মনের এক কোণে।। •

শব্দচাষীদের প্রতি অনুরোধ

জিরো পয়েন্ট সাহিত্য আড্ডা বিভাগে লেখা প্রকাশ করতে হলে আপনার স্বরচিত অনুগল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, প্রতিবেদন ইউনিকোডে টাইপ করে আমাদের ইমেল zeropointpublication@gmail.com করুন অথবা ৯৩৩২১২৯৪৪৮ / ৭৮৭৮০৩৭৫৩৫ / ৭৭৯৭৩৩১৭৭১ / ৯৩৭৫৪৩৪৮২৪ নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ করুন। মনোনীত হলে লেখা ছাপা হবে। এছাড়াও আমাদের ওয়েবরপোর্টালে আপনার স্বরচিত অনুগল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, যে কোন সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, বিজ্ঞান বিষয়ক প্রতিবেদন লেখা প্রকাশের জন্য যোগাযোগ করুন।
-সম্পাদক

অনুগল্প

মা

আঞ্জুমনোয়ারা আনসারী

বিশ্ব মাতৃ দিবস। ফেসবুকে থাকা না থাকা মায়েদের কতো কতো রকম ভাবে উপস্থাপন করে তাদের ছেলে অথবা মেয়েরা পোষ্ট করেছে। শ্রদ্ধা ভালোবাসা জানিয়ে কারও কারও পোষ্টে লাইক কমেন্ট। এই যেমন করে আর কি। কয়েক বছর আগে এইসব দিবস টিবস ছিল না। তাই এখন এসব হিড়িকে-- এই দিনটিতে কারও কারও বেশ ঘটা করেই মনে পড়ে মায়ের কথা। এখন আট থেকে আশি সবার হাতেই স্মার্টফোন। পৃথিবী যেন হাতের মুঠোয়। প্রেম বিরহ বিয়ে ডিভোর্স তালগোল পাকিয়ে হাঁড়ির খবর ঘুরছে এই যন্ত্রের মধ্যে। ষাটের কোঠায় অণুর হাতেও বড়ো মোবাইল। বোশেখের দহন দুপুর। অলস চোখ অস্থির মন। অনেক দিন পর তার চলে যাওয়া মায়ের কথা হঠাৎ করেই খুব মনে পড়ছে আজ। মনে মনে অণু ভাবে-- আমিও একটা পোষ্ট করি। সবার যেমন ব্যস্ততা থাকে কিছু না কিছু নিয়ে তেমন অণুর ব্যস্ততা একটু আধটু লেখা লেখি নিয়ে। বলা বাহুল্য ব্যস্ত থাকে বা থাকতে হয়। নোটে গিয়ে মাকে নিয়ে একটা কবিতা লিখল। বেশ বড়ো। কিন্তু ছবি? ছাপোষা ঘরে উনুনের ধোঁয়ার ভিতর অনেক মায়েদের বোধহয় কখনো ছেলেমেয়েদের নিয়ে কোন ছবিই তোলা হয়না। অথচ অণুর মনে পড়ে অনেক কষ্টের মধ্যেও তার মায়ের এক মুখ হাসি... আহা কি অপূর্ব লাগতো। চাপা রঙ। কিন্তু ছবি তোলার মতো একটা উজ্জ্বল মুখ। অণু, পুরানো এ্যালবাম ঘাঁটতে লাগলো যদি একটা পেয়ে যায়। না-- পাতার পর পাতা উল্টাতে উল্টাতে ক্লান্ত হয়ে ওঠে। কোথাও, মায়ের নয়-- ওর! মানে অণুর ছবিতে ভর্তি। একমাত্র ছেলের ছোটবেলা থেকে বড়ো বেলা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে তোলা সব ছবি। কবেকার সব হলুদ ছবি নিমেষে সবুজ হয়ে উঠলো-- একটা ছবি। মনে হল? এই ছবিটা-- বেশশশশ?? না না-- তবুও মনে হল, যদি আজ কেউ কেউইইই....! অভিমানী চোখ বাঁধ মানে না-- সিক্ত দোলায় কেন জানিনা মনে হয় চাইলেও অনেক মায়ের হয়তো 'মা'---- হওয়ায় হয় না। জোয়ার ভাটার জীবন তার টানেই বয়ে যায় জীবন জীবনের আবশ্যকতায়! তবুও, তবুও, তবুও 'মা' তো মাইই-- পৃথিবীর সকল মাকে শ্রদ্ধা ভালোবাসা.... •

সেখ আনসার আলি প্রতিষ্ঠিত জিরো পয়েন্ট পাক্ষিক সংবাদপত্র বিগত ৩৬ বছর ধরে প্রিন্ট সংস্করণ ছাড়াও নিজস্ব ওয়েব পোর্টাল ও ফেসবুক, ইউটিউব চ্যানেলে ভিডিও নিউজ পরিবেশন করে চলেছে। সংবাদ ছাড়াও, সাহিত্য, সংস্কৃতি বিষয় নিয়েও অগ্রনী।

পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক সংবাদ পত্রের বার্ষিক গ্রাহক হয়ে ঘরে বসে জিরো পয়েন্ট নিজে পড়ুন ও অপরকে পড়ান।

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ২৫০ টাকা

জিরো পয়েন্ট পাক্ষিক পত্রিকার গ্রাহকরা কী কী সুবিধা পাবেন-

১) জিরো পয়েন্ট এর প্রিন্ট সংস্করণ মাসে দুবার পাবেন
২) প্রিন্ট সংস্করণ হাতে পাওয়ার পূর্বে হোয়াটসঅ্যাপে ই-পেপার
৩) ই-সংবাদ পত্র জিরো পয়েন্ট প্রথম বছরের জন্য ফ্রি (প্রতি ইংরাজী মাসের ১, ৫, ১৫, ২০ ও ২৫ তারিখে)
৪) বাৎসরিক উৎসব সংখ্যা ফ্রি তে পাবেন
৫) অন্যান্য স্পেশাল ইস্যুতে বিশেষ ছাড় থাকবে।

গ্রাহক হওয়ার জন্য হোয়াটসঅ্যাপ করুন
9375434824
7797331771

মাধ্যমিকে জেলায় প্রথম মাতৃহারা অভাবী মুহাম্মদ সেলিম

(প্রথম পাতার পর) দশম শ্রেণিতে অনেক শিক্ষক তাকে ফ্রীতে পড়িয়ে দিতেন। সেলিমের বার্তা, লক্ষ্য নির্দিষ্ট করে রেগুলার যদি পড়াশুনো করা যায় তাহলে ভালো রেজাল্ট সম্ভব। মার্কসের কথা চিন্তা করার থেকেও যেকোনো বিষয়ের কষ্টকর জায়গা গুলোই বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। আরও জানা গেছে, মোবাইলের প্রতি তার তেমন কোনো আগ্রহ ছিল না। একটি সিম-হীন মোবাইল আছে, যেটাকে মাঝে মধ্যে পড়াশোনার কাজে ব্যবহার করেছে ।

গল্পের বই পড়তে সে দারুণ ভালোবাসে। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দিব্যেন্দু হাজরা জানান, "ও খুব অনুগত ছাত্র। দারুণ শান্ত ও ভদ্র।

পঞ্চম শ্রেণীতে খুব সাধারণ মানের ছেলে থেকে ও নিজের পরিশ্রম আর চেষ্টা দিয়ে এ সাফল্য অর্জন করেছে। আমরা ওর জন্য গর্বিত। ভবিষ্যতেও ওর পাশে থাকবো।" ভবিষ্যতে আই আই টি তে ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়তে চায়।

মামার বাড়িতে আর্থিক প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েই যেহেতু তাকে চলতে হচ্ছে, তাই রাজ্য সরকারের কাছে পরিবারের আবেদন, যাতে এই মেধাবী ছাত্র ভবিষ্যতে সমস্ত রকম সরকারি সুবিধা পায়। সমাজের শুভাকাঙ্খী মানুষদেরকেও তারা পাশে পেতে চায়। ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে তাঁদের কাছে শুভেচ্ছা বার্তা পৌঁছেছে।

ছোট বেলায় মাকে হারিয়ে আজ তাঁর চোখের কোণে জল। সে মামার বাড়িতে থেকে যাবতীয় প্রতিকূলতা পাশ কাটিয়ে জীবনের রুক্ষ-কঠোর ময়দানে লক্ষ্য পূরণে অনড়।

রাষ্ট্রীয় সংকটে সুনাগরিকের কর্তব্য

(প্রথম পাতার পর) যেমন প্রশাসনের জন্য সাহায্য, তেমনি অন্যদিকে সমাজের প্রতি দায়বোধের প্রকাশ। রক্তদান, ত্রাণ বিতরণ, রোগীদের সহায়তা—এইসব কাজ একজন নাগরিককে নায়ক করে তোলে, যদিও তা হয় নীরবে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সুনাগরিক হওয়ার মানে দেশপ্রেম এবং সহনশীলতা প্রদর্শন করা। বিভাজনের রাজনীতি বা ধর্মীয় বিদ্বেষ এই সময়ে যেন না বাড়ে, বরং একসাথে পথ খুঁজে নেওয়াই জরুরি।

আসলে রাষ্ট্রীয় সংকটে সুনাগরিকদের ভূমিকা হল দেশের প্রাণরক্ষার মতো। যদি প্রত্যেকে নিজের অবস্থান থেকে দায়িত্ব পালন করে, তবে কোনো বিপদই আমাদের ভাঙতে পারবে না—বরং একতার বন্ধনে গাঁথা জাতি আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

জিরো পয়েন্ট নজরুল উৎসব ২০২৫

মোরা এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান — বিস্তারিত আপডেট আসছে....

চলচ্চিত্র পরিচালনা ছাড়াও সত্যজিত রায়ের অজানা প্রতিভা

ডঃ রমলা মুখার্জীঃ ২র মে ১৯২১, প্রবাদপ্রতিম পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের জন্ম। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এই বিখ্যাত বাঙালি চলচ্চিত্র পরিচালনা ছাড়াও নানা ক্ষেত্রে নিজের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন।

সত্যজিৎ রায় ছিলেন একজন লেখক, চিত্রকর, সঙ্গীত পরিচালক, সুরকার, পত্রিকা সম্পাদক এবং গ্রাফিক নকশাবিদ। তাঁর সৃষ্টি ফেলুদা ও প্রফেসর শঙ্কু বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। এছাড়াও তিনি চলচ্চিত্র সমালোচক হিসেবেও পরিচিত ছিলেন।

সত্যজিৎ রায় কর্মজীবন শুরু করেছিলেন একজন কর্মার্শিয়াল আর্টিস্ট হিসেবে। ১৯৪৩ সালের এপ্রিল মাসে ব্রিটিশ পরিচালিত বিজ্ঞাপন সংস্থা ডিজে কিমারে যোগদান করেন। সেখানে তিনি ১৩ বছর কাজ করেন। সত্যজিৎ জুনিয়র ভিজ্যুয়ালাইজার হিসেবে যোগদান করেন এবং পরে তাঁর পদোন্নতিও হয়। পথের পাঁচালী তৈরি করার ভাবনা ডি জে কিমারের অফিসে কাজ করতে করতেই সত্যজিৎ রায়ের মাথায় আসে। তখন ডি কে গুপ্তের সিগনেট প্রেস নামে একটি প্রকাশনা সংস্থার জন্য আম আঁটির ভেঁপুর প্রচ্ছদ আঁকতে হয়েছিল তাঁকে। তখনই বিভূতিভূষণের লেখা মুগ্ধ করে তাঁকে। পথের পাঁচালী তৈরির জন্য টানা আড়াই বছর সময় লেগেছিল সত্যজিৎ রায়ের। লেখার কপিরাইট জোগাড় ও টাকা জোগাড়ের সময়কাল ধরলে তা প্রায় পাঁচ বছরের কাছাকাছি। পথের পাঁচালি অগস্ট মাসে মুক্তি পায়। মুক্তি পাওয়ার পরেই তো ইতিহাস। সুরকার হিসেবেই সত্যজিৎ রায় ছিলেন ভীষণ দক্ষ। প্রথম দিককার কিছু সিনেমা বাদ দিলে তাঁর বেশিরভাগ সিনেমায় নিজেই গান লিখেছিলেন সত্যজিৎ। এমনকী সুরও দিয়েছিলেন বেশিরভাগ গানে। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের সুরধারার মিশেল ঘটেছিল তাঁর গানে। পথের পাঁচালী, পরশ পাথর এবং অপুর সংসারের সঙ্গীত রচনা করেছিলেন পণ্ডিত রবিশঙ্কর। একবার দ্য টেলিগ্রাফে এক সাক্ষাৎকারে রবিশঙ্কর বলেছিলেন, চ্যাপলিন এবং রায়ই একমাত্র চলচ্চিত্র নির্মাতা যাদের সঙ্গীতের উপর পূর্ণ দক্ষতা ছিল।

সত্যজিতের লেখা বইতে সব স্কেচই তাঁর আঁকা। তাঁর সমস্ত প্রধান চরিত্রের মুখ তিনি নিজেই এঁকেছিলেন। শুধু বইয়ের ছবি আঁকা নয়, শুটিংয়ের আগে তিনি বিভিন্ন দৃশ্য, ক্যামেরার অ্যাঙ্গেল, চরিত্রের পোশাকআশাকও স্কেচ করতেন।

১৯১৩ সালে সত্যজিৎ রায়ের ঠাকুরদা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর পারিবারিক প্রকাশনা ইউ. রে অ্যান্ড সন্স থেকে শিশু পত্রিকা "সন্দেশ " প্রকাশ শুরু করেন। মাঝে সেটি বন্ধ ছিল বেশ কিছু বছর। ১৯৬১ সালে সত্যজিৎ রায় ও সুভাষ মুখোপাধ্যায় যৌথভাবে আবার ওই পত্রিকা সম্পাদনার কাজ শুরু করেন।

সত্যজিৎ ছিলেন একজন প্রতিভাবান চিত্রকর। তিনি তাঁর চলচ্চিত্রের জন্য বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন ও গ্রাফিক্স তৈরি করতেন।

সত্যজিৎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান বিশ্বভারতীর ছাত্র ছিলেন। তিনি নন্দলাল বসু এবং বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায়ের মতো বিখ্যাত শিল্পীদের অধীনে প্রাচ্য শিল্প ও ভারতীয় ভাস্কর্যের তালিম নেন। অজন্তা, ইলোরা এবং এলিফ্যান্টা গুহাগুলির ভাস্কর্য তাঁকে ভীষণ অনুপ্রাণিত করেছিল।

সত্যজিৎ রায় ছিলেন একজন কল্পকাহিনী লেখক। তিনি ফেলুদা, প্রফেসর শঙ্কু, তারিণীখুড়োর মতো চরিত্র সৃষ্টি করেন যা বাংলা সাহিত্যে আজও অমর হয়ে আছে। তিনি ছোট গল্প ও উপন্যাসও রচনা করেছেন।

চলচ্চিত্রগুলির সঙ্গীত পরিকল্পনা থেকে শুরু করে সুর করা পর্যন্ত সবই সত্যজিৎ রায় করতেন। তিনি ছিলেন সঙ্গীত পরিচালক ও বলিষ্ঠ সুরকার। তাঁর সুর করা গানগুলো আজও মানুষের মনে গেঁথে আছে।

সত্যজিৎ রায় "দি নিউ ক্লাসিক" নামক একটি ম্যাগাজিন সম্পাদনা করতেন, যেখানে বিভিন্ন ধরনের লেখা ও ছবি প্রকাশিত হতো। তিনি ছিলেন একজন চলচ্চিত্র সমালোচকও, এবং বিভিন্ন চলচ্চিত্র সম্পর্কে তার মতামত প্রকাশ করতেন।

সত্যজিৎ রায় বিভিন্ন ধরনের গ্রাফিক নকশা তৈরি করতেন, যেমন - চলচ্চিত্রের পোস্টার, বইয়ের কভার ইত্যাদি। তিনি তাঁর চলচ্চিত্রের জন্য বিভিন্ন ধরনের শিল্প নির্দেশনা প্রদান করতেন, যা তার চলচ্চিত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল।

চলচ্চিত্রের মধ্যেও সত্যজিৎ চলচ্চিত্র পরিচালনা ছাড়াও চিত্রনাট্য রচনা, চরিত্রায়ন, সঙ্গীত স্বরলিপি রচনা, চিত্রগ্রহণ, শিল্প নির্দেশনা, সম্পাদনা, শিল্পী-কুশলীদের নামের তালিকা ও প্রচারণাপত্র নকশা করাসহ নানা কাজ করেছেন।

ফ্রিডম অফ প্রেস এবং ভারতের অবস্থান

(প্রথম পাতার পর) হয়েছিল?

'ভগবানকে ছাড়া কাউকে ভয় পাইনা' পত্রিকাটি নিয়ে কলেজ যাওয়ার অপরাধে কেন জনৈক ছাত্রকে আঘাত করা হয়েছিল? সেই সময় দলের মুখপত্র ছাড়া অন্য কাগজের সাংবাদিকরা কি স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পেত? তখন আজকের মত সোশ্যাল মিডিয়া বা হাতে হাতে স্মার্টফোন থাকলে বোঝা যেত সাংবাদিকরা কতটা স্বাধীনতা ভোগ করত। কতটা তারা নিরাপদ ছিল।

উত্তরপ্রদেশে সিদ্দিক কাপ্পান বা মধ্যপ্রদেশে সাংবাদিকদের নগ্ন করে জেলে ভরে দেওয়া হয়। সরকারকে প্রশ্ন করার অপরাধে পুণ্য প্রসূণ বাজপেয়ী, অভিসার শর্মা বা রভিশ কুমারদের চাকরি চলে যায়। কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলায় তদন্তের মুখে পড়তে হয় এই রাজ্যের একটি বৈদ্যুতিন মাধ্যমকে। পরঞ্জয় গুহঠাকুরতা, সুবোধ বর্মা সহ একাধিক প্রবীণ সাংবাদিকের বাড়িতে তল্লাশি সহ জেরা করা হয়।সরকারের দিকে অস্বস্তিকর প্রশ্ন ছুড়ে দেওয়ার অপরাধে নিউজক্লিক'-এর সম্পাদক প্রবীর পুরকায়স্থ ও অমিত চক্রবর্তীকে 'সন্ত্রাস দমন' আইনে গ্রেপ্তার করা হয়।

এটা ঠিক সব সাংবাদিক ধোয়া তুলসী পাতা নয়। অনেক সময় সরকারকে হেনস্থা করার জন্য তারা ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা তথ্য সম্প্রচার করে। অন্য রাজ্যের হিংসার ঘটনাকে তারা এই রাজ্যের বলে চালিয়ে দেয়চেষ্টা। বহু পোর্টাল, ইউটিউবার ও মেইন স্ট্রীমের সংবাদ মাধ্যম আছে যাদের ক্ষেত্রে আগাম অনুমান করে নেওয়া যাবে তারা কি বলতে চলেছে। কোনো মিডিয়া হাউসের কাছ থেকে এটা কখনোই কাম্য নয়। মাথায় রাখতে হবে তারা গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের সৈনিক।

কর্মক্ষেত্রে পেশাগত বিরোধ থাকতেই পারে। কিন্তু নিজেদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ নাহওয়ার জন্য সাংবাদিকদের উপর বারবার আঘাত নেমে আসছে। কাউকে 'দু-পয়সার সাংবাদিক' বলা হলে আমরা প্রতিবাদ করি কিন্তু যখন 'চটিচাটা' বা 'দলদাস' বলা হয় তখন নীরব থাকি। আশির দশকে কেন্দ্র সরকারের পক্ষ থেকে সংবাদ মাধ্যমের উপর অনৈতিক চাপ সৃষ্টি করলে দেশের প্রায় সমস্ত সংবাদ মাধ্যম ঐক্যবদ্ধ ভাবে পরপর বেশ কয়েকদিন সম্পাদকীয় কলম 'ব্ল্যাক আউট' করে দেয়। সরকার নির্দেশটি প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। ঐক্যবদ্ধ হলে রাজনৈতিক দল এবং লুম্পেনরা আঘাত করার আগে ভাবতে বাধ্য হবে। তবে রাজনৈতিক আল্লাখাল্লা গায়ে চড়িয়ে প্রতিবাদ করলে প্রত্যাশিত ফল পাওয়া যায়না।

বিভিন্ন কারণে ও আর্থিক অনিশ্চয়তা আজ গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের সৈনিক সাংবাদিকদের অসহায় করে তুলেছে। সাংবাদিকরা যাতে নির্ভয়ে কাজ করতে পারে এবং আর্থিক অনিশ্চয়তায় না ভোগে তার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। সাংবাদিকদেরও নিজ পেশার মর্যাদা রক্ষার জন্য সচেতন হতে হবে। তবেই কিন্তু 'ফ্রিডম অফ প্রেস' শব্দবন্ধনী অর্থবহ হয়ে উঠবে।

'কলম সৈনিক' সম্মান পেলেন সাংবাদিক জসিমউদ্দিন

জিরো পয়েন্ট নিউজঃ 'বিশ্ব সংবাদপত্র স্বাধীনতা দিবস' উপলক্ষ্যে 'কড়া খবর' সংবাদ মাধ্যমের পক্ষ থেকে শিয়ালদহের কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট হল ঘরে এক আলোচনাচক্রের আয়োজন করার পাশাপাশি 'কলম সৈনিক' স্মারক সম্মাননি প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অন্যান্যদের সাথে 'কলম সৈনিক' সম্মাননায় ভূষিত হন দৈনিক 'পুবের কলম' পত্রিকার হাইকোর্ট সংবাদদাতা মোল্লা জসিমউদ্দিন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা প্রেস ক্লাবের সম্পাদক কিংশুক প্রামাণিক, ডানকুনি প্রেসক্লাবের সভাপতি দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষাবিদ মলয় কুমার পাল প্রমুখ। 'কড়া খবর' এর সম্পাদক কৃষ্ণপ্রসাদ পাত্র বলেন -" যারা নির্ভীকভাবে সাংবাদিকতা করছেন, তাদের কে আমরা সম্মান জানাতে পেরে খুশি "। সাংবাদিক জসিমউদ্দিন বলেন - পুরস্কার পেতে খুবই ভাল লাগে। পাশাপাশি দায়িত্ব বাড়িয়ে দেয়।

সাংবাদিকতায় মোবাইল ব্যবহার নিয়ে দুচার কথা

(দ্বিতীয় পাতার পর) বা বর্তমানের স্মার্টফোনএরদ্বারাও।সোশ্যাল মিডিয়াতে মানুষ আজ যেভাবে সময় কাটায় ও অংশগ্রহণ করে তার দৌলতে অতি ক্ষুদ্র খবর ও এখন বড় খবর, যদিও ভুল তথ্য এবং মিডিয়ার যে ফ্যালাসি তার প্রভাবও লক্ষ্য রাখতে হবে। এতদিন যাদের নিয়ে রিপোর্ট করা হতো, তারাও আজ রিপোর্টার। উদাহরণস্বরূপ এখন বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে হোয়াটসঅ্যাপ রিপোর্টার এরসংখ্যা ও গুরুত্ব বাড়ায় তার প্রমাণ। আর বলতে পারিস্কুল জীবনেই যেভাবে আজ ছেলেমেয়েরা মোবাইল পেয়ে যাচ্ছে, বিভিন্ন বয়সের লোকের হাতে বা বিভিন্ন কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি তা সে অফিসার থেকে চাষী বা দিনমজুর বা ঘরের বউ, সকলের হাতেই স্মার্টফোন হওয়াতে বলা যায় দেশের সব জনগণই মোবাইল এর মাধ্যমে সংযুক্ত। আর তাই সবাই যদি এই মোবাইলটিকে রিপোর্টিং এর কাজে বা তথ্য ও ছবি সংরক্ষণ করার কাজে ব্যবহার করে তাহলে আখেরে লাভই হয়। যেটাকে বর্তমানে 'সিটিজেন রিপোর্টার' হিসাবে মান্যতা দেয়া হয় এবং ভারতের নির্বাচন কমিশনকেউএই রিপোর্টারদের মান্যতা দিতে দেখা গেছে। তাই মোবাইলের আজকে মিসইউস হচ্ছে, বিভিন্ন বয়সের ছেলে মেয়েরা তার মিস ইউজ করছে এই বলে চেঁচালেই হবে না বরং কিভাবে তা পজিটিভলি সমাজের উন্নয়নে ব্যবহার করা যায় তার দিশা দেখানোর কাজ কিন্তু বড়দেরকেই করতে হবে। অবশেষে বলতে পারি মোবাইলই হোক বর্তমানে প্রতিবাদের হাতিয়ার। সামাজিক সমস্যার সমাধানের মাধ্যম হিসেবে এর ব্যবহার করাই উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তবেই পুলিশের ঘুষ নেওয়া, অফিসের দুর্নীতি বা কর্মসংস্কৃতির অবক্ষয় বা কুসংস্কার বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমনকি সাংবাদিকদের ভুল সংবাদ করার বিভিন্ন বিষয়ে তৎক্ষণাৎ মোবাইল ব্যবহার করে খবর করা যায় অর্থাৎ কোন খারাপ কাজ বেনিয়াম বা ফাঁকি দেওয়ার আগে সকলে অন্তত পাশাপাশি কেউ মোবাইল ফোন নিয়ে আছে এই ভয়ে থাকুক যেমন সিসি ক্যামেরারবেলায়থাকে । যেমন বলা হয় দেওয়ালেরও কান আছে এখন দেয়ালেরও চোখ আছে এই কথা মনে করে ভয় করে থাকো। এবং তবে অবশ্যই মোবাইল এ রেকর্ড করা খবর বা ছবির সত্যতা বা নির্ভরযোগ্যতা নিয়েও সাবধান থাকতে হবে -এটা এডিট করা কিনা অথবা প্রযুক্তি ব্যবহার করে কোন কারচুপি করা আছে কিনা যাচাই করে নিতে হবে। আর বড় সংবাদমাধ্যমগুলোকে বলব যাচাই করার আগে সম্প্রচার না করাই ভালো ।সম্প্রচার করে দিলাম আবার বললাম এ তথ্য আমরা যাচাই করিনি সেটা বোধহয় সাংবাদিক হিসাবে অথবা সংবাদ মাধ্যম হিসেবে খুব একটা দায়িত্বশীল কাজ হচ্ছে না; তুমি যখন যাচাই করনি তখন তুমি তা প্রচার কেন করবে এবং পাবলিকের জনমত তৈরিতে সাহায্য করবে কেন ? আগে আপনি তথ্য যাচাই করে নিজে কনফার্ম হন তারপর সম্প্রচার করুন এই আবেদন করব।

AFFIDAVIT

I, Sekh Iunus S/o Late Ambiya Sekh, Residing at Bijra, P.O.-Amadpur, P.S. Memari, Dist.- Purba Bardhaman, West Bengal 713154, My original nam,e is Sekh Iunus in my Aadhaar Card & Voter Card but inadvertently my name had been reocrded in my HDFC Life A/c No 35163093 as Mr. S. K. Uinus in place of Sekh Iunus, declared before the Executive Magistrate court, Purba Bardhaman vide affidavit no 256 Dated 22/04/2025 that Mr. S. K. Uinus and Sekh Iunus both are same and an identical person.

প্রশ্ন করুন?
আপনার এলাকার জনপ্রতিনিধিকে নাগরিক সুবিধা আপনার অধিকার
www.ezeropoint.net
ZERO POINT NEWS

আপনার এলাকার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সমাজ সেবামূলক অনুষ্ঠানের সংবাদ প্রকাশের জন্য যোগাযোগ করুন।

স্বল্পমূল্যে সংবাদপত্রে ও ডিজিটাল চ্যানেলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করুন
এফিডেবিট/ নিখোঁজ/ কর্মখালি/ ক্রয়-বিক্রয় / জায়গা জমি সংক্রান্ত / আমমোক্তারনামা/বই প্রকাশ/ শ্রদ্ধাঞ্জলি/ ব্যবসার বিজ্ঞাপন স্বল্পমূল্যে প্রকাশ করার জন্য আজই যোগাযোগ করুনঃ জিরো পয়েন্ট, মেমারি, পূর্ব বর্ধমান
9375434824 / 7797331771

DTP
বাংলা, ইংরাজী, হিন্দি, গুজরাটি
GRAPHICS DESIGNING
মাল্টি কালার ডিজাইন, লোগো, ডিজিটাল পোষ্টার ও ই-কার্ড
নিউজ পেপার সেটিং ও বুক প্রিন্ট
M. 9375434824
বামুনপাড়া মোড়, মেমারি, পূর্ব বর্ধমান

Editor, Owner, Printer & Publisher : Anowar Ali Ansari , Printed & Published from Graffiti, Bamunpra More, Memari, Purba Bardhaman.
Head Office : Bamunpara More, P.o: Memari, Dist: Purba Burdwan, West Bengal, India. Pin-713146. E-mail: newszeropoint@gmail.com
Branch Office: Kolkata, Bardhaman, Delhi, Surat. **Mob : 9332129448, 7878037535, 9375434824.** Price: Rs : 2/- Per Copy